তারিখ ... 06 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

সমকাল

তিনি স্বপ্ন দেখাতেন

শ্রদ্ধাঞ্জলি | অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শহিদুল্লা

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল

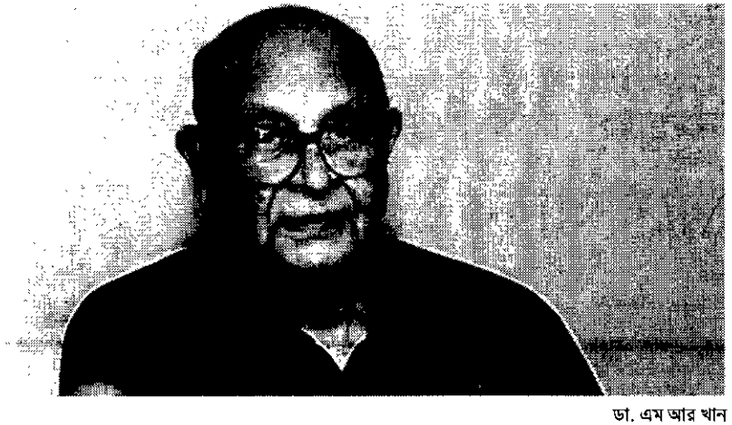

ডা. এম আর খান

এম আর খান আমাদের খান ছেড়ে চলে গেছেন। শুধু চিকিৎসক সমাজের কাছে নয়; বাংলাদেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছেই তিনি কমবেশি পরিচিত। শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ হিসেবে জাতীয় অধ্যাপক মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। ১৯২৮ সালের ১ আগস্ট সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত অঞ্চল রসুলপুর গ্রাম থেকে বিখ্যাত এই মানুষটির অভিযাত্রার শুরু। তার প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মদ রফি খান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছেন এম আর খান, চিকিৎসকদের কাছে আদর্শ ও অনুপ্রেরণার প্রতীক। হয়ে উঠেছিলেন সব চিকিৎসক ও শিক্ষকদের শিক্ষক। কর্মের মাধ্যমে তিনি সবাইকে অনুপ্রাণিত, আন্দোলিত করতে পেরেছিলেন। এ কারণে তিনি নিজেই এক ইতিহাস, একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। সুচিকিৎসক, সুহৃদ ও সদালাপী এই মানুষটির চলে যাওয়া জাতির জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হলো। দেশের সর্বস্তরের মানুষ তার অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। তার মৃত্যু আমার কাছে বিশেষভাবে কষ্টের। তার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সময় কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি এক সময়ের পিজি হাসপাতালের শিশু বিভাগের প্রধান থাকাবস্থায় ১৯৮৫ সালে ওই বিভাগে আমি শিক্ষানবিশ চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এম আর খান আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন। কাছের মানুষ, আত্মার মানুষ হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশনে আমাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং আমি এখনও সাধারণ সম্পাদক পদে আছি। এম আর খান স্বপ্ন দেখতেন, মানুষকে স্বপ্ন দেখাতেন। মানুষের জন্য সার্বক্ষণিক তিনি চিন্তাভাবনা করতেন। কীভাবে মানুষের উন্নয়ন করা যায়, কীভাবে স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে সবসময় ভাবতেন। চিকিৎসকরা গ্রামে থাকতে চান না, এ বিষয়টি ভেবে তিনি দুঃখ পেতেন। বলতেন, গ্রামের দরিদ্র মানুষ যতদিন স্বাস্থ্যসেবা পাবে না, ততদিন দেশের উন্নয়ন হবে না। কারণ স্বাস্থ্যবান জাতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না। গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে নিজের প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের সহায়তায় তিনি গ্রামাঞ্চলে দুটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যসেবার বিস্তৃতি চেয়েছিলেন।

বাংলাদেশ আজ পোলিওমুক্ত সনদ পেয়েছে। এই অর্জনের জন্য দিনরাত কাজ করে গেছেন এম আর খান। পোলিও নির্মূল-সংক্রান্ত সরকার গঠিত কমিটির তিনি চেয়ারপারসন ছিলেন। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশে পোলিওমুক্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই আন্দোলনকে সর্বত্র ছড়িয়ে মানুষকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে দেশ পোলিওমুক্ত হয়েছে। কীভাবে রোগী ও রোগীর স্বজনদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে তরুণ চিকিৎসকদের তিনি নিয়মিত পরামর্শ দিতেন। তরুণ চিকিৎসকদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, চিকিৎসকের আচরণে কোনো রোগী কষ্ট পেলে, সেই চিকিৎসকের চেয়ে ব্যর্থ আর কিছু হতে পারে না। চিকিৎসকের আচরণেই রোগীর প্রায় অর্ধেক অসুখ সেরে যায়। তাই ভালো ব্যবহার করতে হবে। কখনও রাগ উঠলে মাটির দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত বোলানোর পরামর্শ দিতেন তিনি। নিজের পেনশনের অর্থ দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ডা. এম আর খান-আনোয়ারা ট্রাস্ট। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে গরিব-দুস্থ মানুষকে সহায়তা করা হয়। এমন নির্লোভ মানুষকে হারানোর বেদনা অসহনীয়, দুঃসহ। যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন স্যার।